পরিবর্ত বলি

(Substitutive Offering)

আদিপুস্তক ৪৪:১ - ৪৫:১৫ পদ

পাপে পতিত এই পৃথিবীতে ভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্ককে জোড়া লাগানোর কাজ সহজ নয়। কারণ, আমরা একাধারে পাপী এবং আমাদের বিরুদ্ধে পাপ করা হয়েছে; আমরা একাধারে উপদ্রুত এবং উপদ্রবকারী। এর অর্থ, ক্রমাগত ভাবে আমাদের বিরুদ্ধে অন্য লোকদের পাপের তিক্ত ফল আমাদের ভোগ করতে হয়, এবং অন্যদের বিরুদ্ধে আমাদের পাপের অপরাধবোধ আমাদের বহন করতে হয়। এমন পরিস্থিতিতে আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মুখোমুখি হই, তা হল, নিজেদের পাপের প্রতি আমরা কী ব্যবহার করব, এবং আমাদের বিরুদ্ধে অন্যদের পাপের প্রতি আমরা কী ব্যবহার করব? আজ যখন আমরা যোষেফ ও তার ভাইদের কাহিনী থেকে নিজেদের দেখতে চলেছি, তখন উপলব্ধি করি যে, আমরা যোষেফের ভাইদের ন্যায় অন্যের বিরুদ্ধে পাপ করেছি, আবার যোষেফের ন্যায় আমাদের বিরুদ্ধেও অন্যরা পাপ করেছে। এখন এমন পরিস্থিতিতে সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের উপায় হিসাবে আমরা পরিবর্ত বলিকে দেখতে চলেছি।

ক। বিন্যামীন ধরা পড়ল: এর আগে ৪৩ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, যোষেফের ভাইরা বিন্যামীনকে সঙ্গে নিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে মিসরে গেছে। তাদেরকে যখন মিসরের প্রধানমন্ত্রী, তথা যোষেফের বাড়ীতে আনা হয়েছে, যোষেফ তাদের জন্য বিশেষ ভোজের ব্যবস্থা করেছে এবং সেই ভোজে অন্যদের তুলনায় বিন্যামীনকে পাঁচগুণ খাদ্য দেওয়া হয়েছে। ৪৩ অধ্যায় এই কথা বলে শেষ হয়েছে, ***“পরে তারা পান করল ও তার (যোষেফের) সঙ্গে হৃষ্টচিত্ত হল।”*** এর পরিষ্কার অর্থ, তারা পান করে মত্ত হয়েছিল (যিরমিয় ২৫:২৭), ফলস্বরূপ, সেই রাতে কী কী ঘটেছিল, যে বিষয়ে তাদের স্মৃতি ছিল অস্পষ্ট। এর ফলে, পরে যখন বিন্যামীনের বস্তার মধ্যে যোষেফের রূপোর বাটি পাওয়া গেছিল, তখন তারা তার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ ভাবে অস্বীকার করতে পারেনি।

এরই মধ্যে যোষেফ তার গৃহাধ্যক্ষকে বলে, সে যেন কনান থেকে আগত এই সমস্ত লোকের বস্তা খাদ্যশস্য দিয়ে পূর্ণ করে, তাদের বস্তার মুখে তাদের অর্থ ফিরিয়ে দেয়, এবং তাদের কনিষ্ঠ ভাই, তথা বিন্যামীনের বস্তার মধ্যে যোষেফের ব্যবহৃত একটি রূপোর বাটি রেখে দেয় (৪৪:১-২)। কিন্তু যোষেফের ভাইরা এ বিষয়ে কিছুই জানত না। ফলস্বরূপ, পরের দিন সকালে, তাদের গাধার পিঠে বস্তা বোঝাই খাদ্যশস্য নিয়ে তারা যখন মিসর থেকে কনানের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে, তারা মনে মনে হয়ত পরিতৃপ্তির অনুভূতি উপলব্ধি করেছিল। কারণ তারা মনে মনে ভেবেছিল খুবই বিপদজনক এক অভিযান শেষ করে তারা বাড়ী ফিরে যাচ্ছে: তারা নিরাপদে মিসরে পৌঁছেছে, তারা যথেষ্ট খাদ্যশস্য লাভ করেছে, এবং সবার উপরে শিমিয়ন এবং বিন্যামীনকে সঙ্গে নিয়ে তারা বাড়ী ফিরে যেতে পারছে।

কিন্তু তারা নগর থেকে বেশি দূর যেতে না যেতেই, যোষেফের নির্দেশে সৈন্যদলসহ তার গৃহাধ্যক্ষ এসে তাদের ধরে ফেলল এবং তাদের বলল, ***“তোমরা উপকারের পরিবর্তে কেন অপকার করলে? আমার প্রভু যাতে পান করেন এবং যার দ্বারা গণনা করেন, এটি কি সেই বাটি নয়? এই কাজ করে তোমরা দোষ করেছ”*** (৪-৫ পদ)। তার এই কথার প্রেক্ষিতে যোষেফের ভাইদের উত্তর, ***“মহাশয়, কেন এমন কথা বলেন? আপনার দাসেরা যে এমন কাজ করবে, তা দূরে থাকুক। দেখুন, আমরা নিজেদের বস্তার মুখে যে টাকা পেয়েছিলাম, তা কনান দেশ থেকে পুনরায় আপনার কাছে এনেছি; তবে আমরা কি কোনমতে আপনার প্রভুর গৃহ থেকে রূপো বা সোনা চুরি করতে পারি? আপনার দাসের মধ্যে যার কাছে তা পাওয়া যাবে, সে মরবে, এবং আমরাও প্রভুর দাস হব”*** (৭-৯)।

যোষেফের ভাইদের মুখে এই কথা শুনে আমরা নিজেদের বিষয় একটি সত্য উপলব্ধি করি: আমরা যখন **নিজেদের নির্দোষ জ্ঞান করি**, তখন আমরা আইনের চুলচেরা বিচার কামনা করে থাকি। প্রাচ্যের সংস্কৃতিতে, তারা যার কাছ থেকে এমন আতিথ্য লাভ করেছে, সেই অতিথিসেবকের বাটি চুরি করার অর্থ, তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। আর তাই এমন মারাত্মক

পাপীর প্রতি তারা প্রাণদণ্ড দাবি করেছে। এ বিষয়ে তারা নিজেদের নির্দোষ জ্ঞান করেছে বলেই, এমন মারাত্মক কথা বলতে পেরেছে। কারণ, এই কথা যারা বলছে, তারাই তো তাদের অন্য এক ভাইকে তাদের পিতার কাছ থেকে চুরি করেছে, তাকে বিদেশে দাসত্বের জীবন যাপন করতে বাধ্য করেছে। সে কাজের জন্য তারা কিন্তু নিজেদের প্রাণদণ্ড কামনা করেনি। এখানে তো কেবল রূপোর বাটি চুরি হয়েছে, কিন্তু তারা তো মানুষ চুরি করেছে! মানুষ কি রূপোর বাটি থেকে বেশি মূল্যবান নয়? কিন্তু বাস্তব হল, সেই কথা যদি তাদের বলা হত, তারা কিন্তু তাদের পরিস্থিতিকে ব্যতিক্রম প্রমাণ করতে বিভিন্ন অজুহাতের কথা বলত। অন্যদের পাপ দেখে তাদের দোষী করতে ও তাদের পাপের প্রতি উপযুক্ত শাস্তি ঘোষণা করতে আমরা সিদ্ধহস্ত। কিন্তু যখন আমরা নিজেরা পাপ করি, তখন কিন্তু আমরা ন্যায়বিচারের ধার ধারি না। নিজেরা পাপ করলে, তার পিছনে আমরা হাজার কারণ দেখতে পাই, কিংবা অনুগ্রহ প্রদর্শনের প্রয়োজন অনুভব করে থাকি। অন্যদের বিষয় যখন আমরা কঠিন ন্যায়বিচার আশা করি, তখন নিজেদের বিষয় আমরা বিভিন্ন অজুহাতের আশ্রয় নিই। এটাই হল পাপী আমাদের স্বাভাবিক আচরণ।

আর এই কারণেই আমাদের বিভিন্ন ভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্ক জোড়া লাগানো এত কঠিন। যখন কেউ আমাদের বিরুদ্ধে পাপ করে, তখন আমরা নিজেদেরকে তার স্থানে কল্পনা করতে ব্যর্থ হই। আমরা এমন কথা ভাবি যে, আমরা কখনও তার মতো পাপ করতে পারি না। কিন্তু বাস্তব হল, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা বারংবার সেই একই পাপ করে চলেছি। পরিবর্তে, আমরা যদি নিজেদেরকে তাদের ন্যায় পাপী বলে দেখতে পেতাম; নিজেদেরকে মৃত্যুযোগ্য পাপে পাপী হিসাবে উপলব্ধি করতাম, অন্যদের ন্যায় যার দয়া ও ক্ষমা প্রয়োজন, তা উপলব্ধি করতাম; তাহলে তারা যখন আমাদের বিরুদ্ধে পাপ করে, তখন তাদের প্রতি দয়া ও ক্ষমা প্রদর্শন আমাদের পক্ষে সহজতর হত।

যাইহোক, যোষেফের ভাইরা যদিও নিজেদের নির্দোষতার কথা ঘোষণা করেছে, তাদের সেই কথায় যোষেফের গৃহাধ্যক্ষ সন্তুষ্ট হতে পারেনি (কারণ সে নিজে বিন্যামীনের বস্তায় রূপোর বাটি রেখেছে)। তাই, এক এক করে তাদের প্রত্যেকের বস্তা খুলে সেই বাটির খোঁজ চালানো হয়েছে; জ্যেষ্ঠ রূবেণ থেকে শুরু করে কনিষ্ঠ বিন্যামীন পর্যন্ত তল্লাশি চালানো হল (১২ পদ)। যখন তাদের বস্তা খোলা হল এবং দেখা গেল যে তাদের টাকা তাদের বস্তায় আবার ফেরত দেওয়া হয়েছে, তখন তা দেখে নিশ্চয়ই তাদের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছিল। আর শেষে যখন বিন্যামীনের বস্তার মধ্যে সেই বাটি পাওয়া গেল, তখন সবাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল। ১৩ পদে বলা হয়েছে, ***“তখন তারা নিজেদের বস্ত্র ছিড়ল, ও নিজেদের গাধার পিঠে বস্তা চাপিয়ে নগরে ফিরে গেল।’’*** তারা যদিও বুঝতে পেরেছিল যে, তাদের বস্তায় যেমন টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে, ঠিক একই ভাবে বিন্যামীনের বস্তায় কেউ সেই বাটি রেখেছে, কিন্তু সে কথা প্রমাণ করার কোনও উপায় তাদের নেই। তারা যোষেফের কাছে ফিরে গেল, এবং মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তাকে প্রণাম করল।

তাদের জন্য যোষেফ তার বাড়ীতে অপেক্ষা করছিল। তাই, তাদের দেখামাত্র যোষেফ মিসরীয় ভাষায় গর্জন করে উঠল, দোভাষী যে কথার অর্থ ব্যাখ্যা করে বলল ***“তোমরা এ কেমন কাজ করলে?’’*** (১৫ পদ)। তখন যিহূদা উপলব্ধি করল, ঈশ্বরই এ সমস্ত ঘটিয়েছেন, যার দ্বারা তিনি তাদের অপরাধ সবার সামনে তুলে ধরেছেন। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে যোষেফের কথার উত্তর দিয়ে যিহূদা বলেছে, ***“ঈশ্বর আপনার দাসদের অপরাধ প্রকাশ করেছেন’’*** (১৬ পদ)। এই কথার দ্বারা যিহূদা যে বিন্যামীনের বস্তায় পাওয়া রূপোর বাটি চুরি করার অপরাধকে নির্দেশ করেছে, তা নয়; পরিবর্তে, তাদের পিতার কাছ থেকে যোষেফকে চুরি করার অপরাধকে নির্দেশ করেছে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সমস্ত ঘটনাকে এমন ভাবে সাজিয়েছেন যে, প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বে তারা যে পাপ করেছিল, ভেবেছিল তা কেউ জানবে না, ঈশ্বর তাদের সেই গোপন পাপ স্মরণ করতে তাদের বাধ্য করেছেন। এই সমস্ত ঘটনা দুর্ভাগ্যের পরিণাম নয়, কিন্তু সুবিচার আনয়নে ঈশ্বরের বিচারের ফল। তারা যোষেফকে দাস হিসাবে বিক্রি করে যে পাপ করেছিল, তার শাস্তি তারা সকলে যোষেফের দাস হবার দ্বারা ভোগ করতে চলেছে। যিহূদার এই কথার অর্থ, যোষেফ যদিও ভালো করেই উপলব্ধি করেছিল, কিন্তু না বোঝার ভান করে, তাদের সকলকে দাস করার পরিবর্তে, কেবল যার বস্তায় সেই বাটি পাওয়া গেছে, অর্থাৎ বিন্যামীনকে যাবজ্জীবন তার দাস করার কথা ঘোষণা করল এবং

অন্যদের কুশলে কনানে ফিরে যেতে বলল।

খ। বিন্যামীনের পরিবর্তে দাস হতে যিহূদা এগিয়ে এল: ঘটনাসমূহকে এমন ভাবে সাজানো হয়েছে যে, যোষেফের প্রতি তারা যে পাপ করেছিল, তার সমান্তরাল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। পিতা যাকোবের প্রিয়পাত্র বিন্যামীনকে দাস হতে হবে, এবং অন্য ভাইরা কুশলে তাদের পিতার কাছে টাকাসহ বস্তা বোঝাই শস্য নিয়ে ফিরে যাবে। এর আগে যেমন পিতা যাকোবের প্রিয়পাত্র যোষেফকে বিদেশীদের কাছে দাস হিসাবে বিক্রি করা হয়েছিল ও তার অন্য ভাইরা কুশলে পিতার কাছে ফিরে গেছিল। পূর্বের ঘটনার ন্যায় সমান্তরাল পরিস্থিতির সৃষ্টি হলেও, এবারে কিন্তু ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিল। কারণ, বিন্যামীনের জন্য যে যিহূদা নিজেকে তার পিতার কাছে জামিন করেছিল (৪৩:৯), সে তার অঙ্গীকার পূর্ণ করতে এগিয়ে এল ও এমন কথা বলল, *"বিনয় করি, প্রভুর কাছে এই যুবকটির (বিন্যামীনের) পরিবর্তে আপনার দাস আমি প্রভুর দাস হয়ে থাকি, কিন্তু এই যুবককে আপনি তার ভাইদের সঙ্গে যেতে দিন"* (৪৪:৩৩)। যিহূদার মধ্যে অস্বাভাবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কারণ, ৩৭:২৬-২৭ পদে আমরা দেখেছি, যোষেফকে বিদেশীদের কাছে দাস হিসাবে বিক্রি করতে এই যিহূদাই কুপরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু এখানে, সেই যিহূদা তাদের ছোট ভাই বিন্যামীনের পরিবর্তে নিজে দাস হতে এগিয়ে এসেছে, কারণ সে তার পিতাকে যোষেফ ও বিন্যামীনকে হারানোর শোকে শোকার্ত দেখতে চায় না। এর আগে এই ভাইরা যখন যোষেফকে বিক্রি করেছিল এবং তার জামাতে পশুর রক্ত মাখিয়ে পিতার কাছে উপস্থিত করেছিল (৩৭:৩২), তখন কিন্তু পিতার অনুভূতির বিষয় বিন্দুমাত্র চিন্তা তাদের ছিল না। কিন্তু এখন তারা পরিবর্তিত মানুষ, বিন্যামীনকে সঙ্গে না নিয়ে যিহূদা বাড়ি ফেরার কথা কল্পনা পর্যন্ত করতে পারে না। তারা কুশলে বাড়ি ফিরতে পারে না।

যিহূদার মুখ থেকে এই কথা শোনার পর, যোষেফ আত্মসংবরণ করতে না পেরে, সমস্ত মিসরীয়কে সেই ঘর থেকে বাইরে যেতে বলে এবং ভাইদের সামনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। নিজের পরিচয় দিয়ে যোষেফ তাদের বলে, *"আমি যোষেফ, আমার পিতা কি এখনও জীবিত আছেন?"* (৪৫:৩)। তাদের অনুতাপ, তথা বিন্যামীনের বিকল্প ইচ্ছা তাদের সম্পর্কের পুনরুদ্ধার ও পুনঃমিলনের পথ খুলে দিল। যে পাপ যিহূদা করেনি, সেই পাপের জন্য শাস্তি ভোগ করতে যিহূদার আগ্রহ, তারা সকলে যে পাপ করেছিল, তা থেকে তাদের ক্ষমা দিল। যোষেফও কেবল বিন্যামীনের গলা ধরে কাঁদেনি, অন্য সকল ভাইকেও চুম্বন করে, তাদের গলা ধরে কাঁদল (৪৫:১৪-১৫)। অর্থাৎ, সকলেই সেই পুনঃমিলনে অংশ নিয়েছে, ঈশ্বর যাকোবের প্রতি যে 'জাতিসমাজের' প্রতিজ্ঞা করেছিলেন (২৮:৩), ভাইরা যেখানে প্রেমপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করবে, তা পূর্ণতা পেতে চলেছে।

গ। আমরা ক্ষমা করতে শিখি: যোষেফ কীভাবে তার ভাইদের ক্ষমা করতে পরেছিল? আর, আমরা কেন আমাদের অপরাধীদের ক্ষমা করতে পারি না? এর উত্তর আমরা ৪৫:৫ পদে পাই, যেখানে যোষেফ তার জীবনে সমস্ত ঘটনার পিছনে সার্বভৌম ঈশ্বরের মহান পরিকল্পনাকে দেখতে পেয়েছে, *"কারণ প্রাণ রক্ষা করার জন্য ঈশ্বরই তোমাদের আগে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন।"* অর্থাৎ, যোষেফ উপলব্ধি করেছে যে, যখন অন্যরা তার বিরুদ্ধে পাপ পর্যন্ত করেছে, তখনও ঈশ্বর তার জীবনে ও তাদের জীবনে উত্তম কাজ সাধন করেছেন। আমরাও যদি যোষেফের মতো, অন্যদের পাপকাজের মধ্যেও ঈশ্বরের অনুগ্রহপূর্ণ কাজকে দেখতে পেতাম, তাহলে আমরাও যোষেফের মতো অন্যদের পাপ ক্ষমা করতে সমর্থ হতাম।

তাই, যদি কেউ আমাদের বিরুদ্ধে কোনও মারাত্মক পাপ করে, ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে আমরা যদি উপলব্ধি করি যে, *"যারা ঈশ্বরকে প্রেম করে, যারা তাঁর সঙ্কল্প অনুসারে আহূত, তাদের পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে একসঙ্গে কাজ করছে"* (রোমীয় ৮:২৮), তাহলে সেই ঘটনার মধ্যেও আমরা ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছাকে দেখতে পাব। হয়ত তার দ্বারা, (১) আমরা আরও পরিষ্কার ভাবে আমাদের হৃদয়কে দেখতে পাব, (২) আমাদের জীবনে ঈশ্বর ও অন্য বিশ্বাসীদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করব, অথবা (৩) ভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্ক জোড়া লাগাতে উৎসাহিত হব। এইভাবে, আমাদের জীবনের সমস্ত ঘটনার মধ্যে আমরা যখন ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছাকে দেখতে পাব, তখন আমরা যোষেফের মতো অন্যদের ক্ষমা করতে সক্ষম হব।

ঈশ্বর আবার তাঁর নিজের পরিকল্পনায়,

পরবর্তীকালে এই মিসরেই এমন রাজাকে তুলেছিলেন, যে যোষেফকে জানত না, এবং মিসরে বসবাসকারী যাকোবের সন্তানদের উপর যে অত্যাচার শুরু করেছিল (যাত্রা ১:৮-১৪)। ফলস্বরূপ, যাকোবের বংশধররা সেই মিসরে দাসত্ব ভোগ করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বর তাদের প্রতি সেই অত্যাচারকে ব্যবহার করেই তাদেরকে মিসর থেকে উদ্ধার করে কনানে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণাকে এড়িয়ে চলা সবসময় ঈশ্বরের ইচ্ছা না-ও হতে পারে, কারণ সেই সমস্ত অভিজ্ঞতার দ্বারা তিনি আমাদের মধ্যে ধৈর্য, প্রত্যাশা ও পরীক্ষাসিদ্ধতা বৃদ্ধি করে থাকেন (রোমীয় ৫:৩-৪)।

ঘ। আমরা ক্ষমা পেতে শিখি: এই কাহিনীতে আবার অনেক বিষয়ে যোষেফের ভাইরা আমাদেরই প্রতিনিধি। তাদের ন্যায় আমরাও অনেক সময় নিজেদের অভীষ্ট লক্ষ্য পূর্ণ করতে অন্যদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। ঈর্ষাপূর্ণ হয়ে আমরা আমাদের চিন্তায় ও কথায় অন্যদের হত্যা করেছি। মিথ্যা কাল্পনিক চিন্তায় নোংরা কামনা-বাসনা পূর্ণ করতে আমরা আমাদের ভাই-বোনদের বিক্রি করেছি। আর সেই অপরাধবোধ আমাদের বিবেককে কুড়ে কুড়ে খায়। কীভাবে আমরা সেই সমস্ত পাপ থেকে ক্ষমা পেতে পারি?

এর জন্য, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রেমের গভীরতা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। আমরা আমাদের চিন্তায়, কথায় ও কাজে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ও একে অন্যের বিরুদ্ধে পাপ করেছি, ও প্রতিদিন পাপ করে চলেছি। আমাদের সেই সমস্ত পাপের ন্যায্য শাস্তি হল মৃত্যু (রোমীয় ৬:২৩)। ঈশ্বর যদিও আমাদের প্রতি সেই ন্যায়বিচার সাধন করতে পারতেন, কিন্তু তার পরিবর্তে, তিনি একটি জটিল ও ত্যাগস্বীকারকারী পথ অবলম্বন করলেন, যার দ্বারা একদিকে তিনি যেমন ন্যায়বিচারের দাবি পূরণ করলেন, ঠিক তেমনই অন্যদিকে, তাঁর কাছ থেকে অনুগ্রহ ও করুণা পাবার জন্য পথ খুলে দিলেন। তিনি আমাদের জন্য তাঁর একজাত পুত্রকে এই পৃথিবীতে পাঠালেন। আমাদের প্রতি যীশুর প্রেম, পিতা যাকোবের প্রতি যিহুদার প্রেম থেকে অনেক বেশি। যীশু কেবল অন্যের পাপের শাস্তি বহন করতে ইচ্ছা করেননি, তিনি শেষপর্যন্ত সেই শাস্তি ভোগ করেছেন। সমস্ত বিষয়ের সৃষ্টিকর্তা হয়েও তিনি তাঁর নিজের প্রজাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। অনন্ত ঈশ্বর হয়েও মাংসে মূর্তিমান হয়েছেন। আমাদের পাপের কারণে তিনি ঈশ্বরের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছেন, মৃত্যু পর্যন্ত ভোগ করেছেন।

কিন্তু এ সবই তিনি ভোগ করেছেন আমাদের পাপ থেকে উদ্ধারে ঈশ্বরের সার্বভৌম পরিকল্পনা মেনে। তাই পিতর ঘোষণা করেছে, ***“সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের নিরূপিত মন্ত্রণা ও পূর্বজ্ঞান অনুসারে সমর্পিত হলে, তোমরা তাকে অধর্মীদের হাত দ্বারা ক্রুশে দিয়ে বধ করেছিলে। ঈশ্বর মৃত্যু-যন্ত্রণা মুক্ত করে তাঁকে উঠিয়েছেন; কারণ তাঁকে ধরে রাখতে মৃত্যুর সাধ্য ছিল না”*** (প্রেরিত ২:২৩-২৪)। মানুষ যদিও মন্দ ইচ্ছা করেছিল, ঈশ্বর কিন্তু তাদের সেই কাজ থেকে উত্তম সাধন করেছেন। এই সত্য আমরা যখন উপলব্ধি করি, তখন আমাদের প্রয়োজন সাহসের সঙ্গে তাঁর কাছে উপস্থিত হওয়া। যোষেফ তাই তার ভাইদের বলেছে, ***“কিন্তু তোমরা আমাকে এই স্থানে বিক্রি করেছ বলে এখন দুঃখিত কি বিরক্ত হয়ো না”*** (৪৫:৫)। কারণ, যোষেফ উপলব্ধি করেছে, সে যদিও তাদের ক্ষমা করেছে, তারা কিন্তু যোষেফের কাছ থেকে ক্ষমা পাবার কথা চিন্তা করতে পারছে না। একইভাবে, ঈশ্বরও আমাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত পাপ ক্ষমা করেছেন। কিন্তু অনেক সময় আমরা এই সত্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হই। ফলস্বরূপ, আমরা প্রকৃত শান্তি ভোগ করতে ব্যর্থ হই। ক্ষমা পাবার বিষয় নিশ্চিত জ্ঞান না থাকায়, আমরা বিভিন্ন সেবাকাজের দ্বারা, খ্রীস্টীয় অনুশাসন পালনের দ্বারা নিজেদেরকে ঈশ্বর প্রেমের যোগ্যপাত্র প্রমাণ করতে চেষ্টা করি। এই সমস্ত কাজ যদিও মন্দ বিষয় নয়, কিন্তু তারা কখনও আমাদের হৃদয়ে শান্তির কারণ হতে পারে না। **আমাদের হৃদয়ে শান্তির এক ও একমাত্র কারণ হল সেই জ্ঞান, যে আমাদের পরিবর্ত (বিকল্প) যীশু খ্রীস্টের কারণে ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করেছেন।** আমাদের পাপের দেনা এত গভীর ও মহৎ যে ঈশ্বরের নিখুঁত পুত্রের মৃত্যু ছাড়া তা শোধ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর দ্বারা আমাদের পাপের সমস্ত দেনা সম্পূর্ণ ভাবে শোধ করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, আমাদের প্রতি আর কোনও শাস্তি অবশিষ্ট নেই (রোমীয় ৮:১)।